

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নেক সূরতে শয়তানের ধোঁকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুবর্ণা পারভীন

রোলঃ ২২৭০২১৩৩৩

৩০ নভেম্বর ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নেক সূরতে শয়তানের ধোঁকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুবর্ণা পারভীন

রোলঃ ২২৭০২১৩৩৩

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “নেক সূরতে শয়তানের ধোঁকা” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুবর্ণা পারভীন, আইডিঃ ২২৭০২১৩৩৩ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন

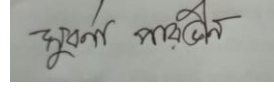
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “নেক সূরতে শয়তানের ধোঁকা” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



তারিখঃ

৩০ নভেম্বর ২০২৪

সুবর্ণা পারবীন

আইডিঃ ২২৭০২১৩৩৩

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	05
যে কারণে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ নিষেধ	07
শয়তান যেভাবে মানুষকে ধোঁকা দেয়	08
শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্তিতে আল্লাহর নির্দেশ	13
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে আল্লাহর সতর্কবার্তা	15
যেসব কাজ মানুষের সঙ্গে শয়তানের প্রতারণার মাধ্যম	16
শয়তানের ধোঁকার ব্যাপারে কোরআনের দিক নির্দেশনা	18
শয়তান যেভাবে মানুষের ৫টি আমল ধ্বংস করে দেয়	20
শয়তানের ৩ ধোঁকা	21
শিরকের অন্যতম কারণ শয়তানের প্রতারণা	22
নেক সূরতে শয়তানের ধোঁকা	24
ইবলিস শয়তানের নেক সূরতে ধোঁকা: বনী ইসরাইলের সময়কার একটি ঘটনা	27
বনী ইসরাইলের সময়কার ঘটনা থেকে শিক্ষা	31
পর্দার নেক সূরতে শয়তানের ধোঁকা	32
শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার আমল	35

ভূমিকা

শয়তানের ধোঁকা

নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুষমন। এটি আল্লাহ তাআলার ঘোষণা। কেয়ামত পর্যন্ত মানুষকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার এবং ভুল পথে পরিচালিত করার ক্ষমতা চেয়ে নিয়েছে শয়তান। পরকালের বিনিময়ে দুনিয়াতে এ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। যারা শয়তানের ধোঁকা বা প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকবে তারাই হবে সফলকাম। শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচতে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য সতর্কবার্তা জারি করেছেন। দিয়েছেন সঠিক দিকনির্দেশনা।

পরকালের বিনিময় দুনিয়াকেই গ্রহণ করেছে শয়তান। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানবজাতির সঙ্গে শয়তানের শত্রুতার সূচনা। সে সময় থেকেই শয়তান আল্লাহর সামনে মানবজাতিকে সত্যচ্যুত করার অঙ্গীকার করে। সে কথা কোরআনে এভাবে ওঠে এসেছে-

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا - وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فَيَلْبِغُونَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

‘আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অভিসম্পাত করেছেন এবং সে (শয়তান) বলেছে, ‘আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (নিজের দলে) গ্রহণ করবোই। আর অবশ্যই আমি তাদের পথভ্রষ্ট করবো, তাদেরকে আশ্বাস দেবো; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলবো এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেবো। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে

শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়।’ (সুরা নিসা: আয়াত ১১৮-১১৯)

সৃষ্টির সময় থেকে মানবজাতির সঙ্গে শয়তানের শত্রুতার সূচনা। সে মহান আল্লাহর সামনে মানবজাতিকে সত্যচ্যুত করার অঙ্গীকার করে। ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ তাকে অভিশাপ করেন এবং সে বলে, আমি অবশ্যই আপনার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করে নেব। আমি তাদের পথভ্রষ্ট করবই।’ (সুরা নিসা, আয়াত : ১১৮-১১৯)

শয়তানের এই প্রতিশোধ-স্পৃহা থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে আল্লাহ বারবার তাদের সতর্ক করেছেন। নিষেধ করেছেন তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে। ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মুমিনরা, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।’ (সুরা নুর, আয়াত : ২১)

শয়তানের ‘পদাঙ্ক’ দ্বারা উদ্দেশ্য : পবিত্র কোরআনে আল্লাহ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, শয়তানের ‘পদাঙ্ক’ দ্বারা উদ্দেশ্য তার পথ, কর্মপদ্ধতি আর সে যে কাজের নির্দেশ দেয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, পদাঙ্ক দ্বারা শয়তানের কাজ উদ্দেশ্য। কাতাদা (রহ.) বলেন, প্রতিটি পাপের কাজই শয়তানের পদাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

শায়খ ইবনে উসাইমিন (রহ.) বলেন, ‘আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন এমন সব কাজই শয়তানের ‘পদাঙ্ক’-এর অন্তর্ভুক্ত; চাই তা অহংকার, মিথ্যা বলা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ইত্যাদি যা-ই হোক। কেননা

শয়তান তার নির্দেশ দেয়, তার প্রচার করে এবং তার দিকে আহ্বান জানায়।’ (তাফসিরুল ফাতিহা ওয়াল বাকারা : ২/২৩২)

যে কারণে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ নিষেধ

পবিত্র কোরআনের ৪ স্থানে আল্লাহ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

এসব স্থানে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

ক. শয়তান মানুষের শত্রু : শয়তান মানুষের শত্রু, সে মানুষের অনিষ্ট চায়। ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ (সুরা আনআম, আয়াত : ১৪২)

খ. শয়তান অসৎ জীবনের পথ দেখায় : মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৬৮)

গ. আল্লাহর আনুগত্যে বাধা দেয় : শয়তান মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য করতে এবং তাঁর কাছে সর্বাঙ্গিক আত্মসমর্পণ করতে নিষেধ করে। ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মুমিনরা, তোমরা

সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ২০৮)

ঘ. শয়তান অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় : পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মুমিনরা, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে, শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।’ (সুরা নূর, আয়াত : ২১)

শয়তান যেভাবে মানুষকে ধোঁকা দেয়

শয়তান মানুষের শত্রু। সে সর্বদা ফাঁদ পেতে বসে থাকে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। শয়তান মানুষকে নানাভাবে ধোঁকা দেয়। কখনো মন্দ পথে, কখনো নেক সুরতে। শয়তান মন্দ কাজ দৃষ্টিনন্দন করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। এমন কিছু সাজানো কাজ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো—

জাদু শিখানো

শয়তানের অন্যতম কাজ মানুষকে জাদু শেখানো বা জাদু করতে উদ্বুদ্ধ করা। এটা অনেকের কাছে উপভোগ্য। জাদুবিদ্যার মাধ্যমে শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়।

ইরশাদ হয়েছে, ‘আর তারা (বনি ইসরাঈল) সুলায়মান (আ.)-এর শাসনামলে শয়তানরা যা কিছু (মন্ত্র) পড়ত তার পেছনে পড়ে গেল। সুলায়মান (আ.) কোনো কুফর করেনি। অবশ্য শয়তানরা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিয়ে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছিল।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১০২)

যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া

ইসলামী শরিয়তের বিধি-বিধানের সামনে যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া।

কোনো বিষয় যদি নিজের চিন্তা-বুদ্ধি অনুযায়ী হয় তাহলে তা গ্রহণ করা, অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যান করার মানসিকতা শয়তানের অন্যতম শিক্ষা। আল্লাহ বলেন, ‘সে (শয়তান) বলল, আমি তার (অর্থাৎ আদম আ.) চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা দ্বারা।’ (সূরা : ছদ, আয়াত : ৭৬)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, যারা তাদের যুক্তিকে ইসলামের বিধি-বিধানের ওপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহর আদেশের ওপর প্রাধান্য দেয়, তারা শয়তানের ফাঁদে পা দেয়।

আকিদা ও বিশ্বাসে সন্দেহ সৃষ্টি করা

ইসলামের মৌলিক আকিদাতে সন্দেহ সৃষ্টি করা শয়তানের অন্যতম একটি কাজ।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের কারো কাছে শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? ওই বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমাদের প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে?’

যখন ব্যাপারটি এ স্তরে পৌঁছে যাবে, তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং বিরত হয়ে যায়।’ (বুখারি, হাদিস : ৩২৭৬)

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন করা

শয়তানের এটি একটি কাজ মানুষকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। অনেকে নানা নামে দলছুট হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করো। বিচ্ছিন্নতা হতে সাবধান থেকো। কেননা, শয়তান বিচ্ছিন্নজনের সঙ্গে থাকে এবং সে দুজন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম জায়গার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন (মুসলিম সমাজে) ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২১৬৫)

অহংকার প্রদর্শন করা

অহংকার প্রদর্শন করে অনেকে আনন্দ পায়। এটা শয়তানির নামান্তর। আল্লাহ বলেন, ‘এবং (সেই সময়ের আলোচনা শোনো), যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো, ফলে তারা সকলে সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস ছাড়া। সে অস্বীকার করল ও দর্পিত আচরণ করল এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।’ (সূরা : বাকারা, আয়াত : ৩৪)

বিকৃতি ঘটানো

মানুষকে আল্লাহ তাআলা স্বাভাবিক যে স্বভাবে সৃষ্টি করেছেন শয়তান মানুষের সেই স্বভাবের মধ্যে বিকৃতি ঘটাবে। এটা অনেকের কাছে উপভোগের বিষয়। অথচ এটি শয়তানের ফাঁদ।

ইরশাদ হয়েছে, ‘এবং আমি তাদের সরল পথ থেকে নিশ্চিতভাবে বিচ্যুত করব, তাদের (অনেক) আশা-ভরসা দেব এবং তাদের আদেশ করব, ফলে তারা চতুষ্পদ জন্তুর কান চিরে ফেলবে এবং তাদের আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু বানায়, সে সুস্পষ্ট লোকসানের মধ্যে পড়ে যায়।’ (সূরা : নিসা, আয়াত : ১১৯)

মিথ্যাকে সুসজ্জিত করা

এটা শয়তানের বড় এটা কূটচাল। সে মিথ্যা ও ভ্রান্ত জিনিসকে অনেক সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করবে। সে ভ্রান্ত জিনিসকে এমনভাবে উপস্থাপন করবে মনে হবে—এটাই তার জন্য কল্যাণকর। পবিত্র কোরআনে হুদহুদ পাখির ভাষায় এসেছে, ‘আমি সেই নারী ও তার সম্প্রদায়কে দেখেছি আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের সিজদা করছে। শয়তান তাদের কাছে, তাদের কার্যকলাপকে শোভনীয় করে দেখিয়েছে। এভাবে সে তাদের সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছে, ফলে তারা হিদায়াত পাচ্ছে না।’ (সূরা নামল, আয়াত : ২৪)

অহেতুক ঝগড়া

কোনো ধরনের দলিল-প্রমাণ ছাড়া ঝগড়া আর লড়াই করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। কিছু মানুষ এমন কাজে সিদ্ধহস্ত। আল্লাহ বলেন, ‘কিছু মানুষ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে।’ (সূরা : হজ, আয়াত : ৩)

ফজরের সময় ঘুমিয়ে থাকা

ফজরের সময় নামাজিকে ঘুমিয়ে রাখাও শয়তানের একটি কাজ। এ জন্য প্রয়োজন এই সময় শয়তানের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা। তেমনি জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় না করাও শয়তানের কারসাজি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে বলা হলো যে সে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায় (অর্থাৎ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে না) এ কথা শুনে তিনি বলেন, ওই লোকটি এমন, যার কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। (মুসলিম, হাদিস : ১৭০২)

নামাজে অহেতুক কাজ করা

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নামাজে থাকা অবস্থায় তার হাত দ্বারা পাথরের টুকরা নাড়ছে। তার নামাজ শেষ হলে তাকে আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, তুমি নামাজে থাকা অবস্থায় পাথরের টুকরা নেড়ো না। কেননা, তা শয়তানের কাজ। (নাসায়ি, হাদিস : ১১৬০)

এ ছাড়া ইমাম রুকু থেকে মাথা উঠানোর আগে মুক্তাদির মাথা উঠিয়ে ফেলা, নামাজে বেশি পরিমাণ ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা দেওয়া), মুসল্লির সামনে দিয়ে হাঁটাইটি করা, কাতারের মাঝখানে খালি জায়গা রাখা, নামাজে এদিক-সেদিক তাকানো, হারাম সম্পদ একত্র করা, দরিদ্রতার ভয়ে আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করা, লোক দেখানোর জন্য খরচ করা, সম্পদ অপচয় করা, অপব্যয় করা, গুনাহকে ছোট মনে করা, বিচারকার্যে জুলুম করা, তিনজনের মধ্যে দুজন কানাঘুষা করা, একাকী সফর করা, মাহরাম নারীর সঙ্গে নিরিবিলি থাকা, কবুতর নিয়ে খেলা করা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো, উলঙ্গ হওয়া, বাম হাতে পানাহার করা,

কথার মাঝে লৌকিকতা অবলম্বন করা, মদ পান করা, জুয়া খেলা, মিথ্যা বলা—এ সবই শয়তানের কাজ। প্রত্যেকটির ব্যাপারে হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণনা এসেছে।

শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্তিতে আল্লাহর নির্দেশ

মানুষকে শয়তানের প্ররোচনা ও ক্ষতি থেকে বাঁচাতে আল্লাহ তাআলা এভাবে নির্দেশ

দিয়েছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকতো, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।’ (সূরা নূর: আয়াত ২১)

আয়াতের আলোচ্য বিষয়

কোরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ তাআলা মানুষকে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। কোরআন-সুন্নাহর বর্ণনায় পদাঙ্ক অনুসরণের একাধিক ব্যাখ্যা এসেছে। তাহলো-

- ✓ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে, পদাঙ্ক দ্বারা শয়তানের কাজ উদ্দেশ্য।
- ✓ আল্লামা ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- শয়তানের ‘পদাঙ্ক অনুসরণ’ দ্বারা উদ্দেশ্য তার পথ, কর্মপদ্ধতি আর সে যে কাজের নির্দেশ দেয়; সে অনুযায়ী কাজ করা।
- ✓ হজরত কাতাদাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, প্রতিটি পাপের কাজই শয়তানের পদাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত ‘ (তাফসিরে ইবনে কাসির)

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ সম্পর্কে সমকালীন বিশ্বের অন্যতম ইসলামিক স্কলার শায়খ ইবনে উসাইমিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ‘এমন সব কাজই শয়তানের ‘পদাঙ্ক অনুসরণ’-এর অন্তর্ভুক্ত; চাই তা-

ক. অহংকার;

খ. মিথ্যা বলা;

গ. ঠাট্টা-বিদ্রূপ ইত্যাদি যা-ই হোক না কেন।

কেননা শয়তান এসব পাপের নির্দেশ দেয়, তার প্রচার করে এবং তার দিকে আহ্বান জানায়।’

(তাফসিরুল ফাতিহা ওয়াল বাকারাহ)। সুতরাং শয়তানের ধোঁকা ও পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে মুক্ত থাকতে অহংকার, মিথ্যা বলা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা থেকে বিরত থাকা।

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে আত্মাহর সতর্কবার্তা

আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারিমের ৪ স্থানে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। এসব আয়াতে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে এভাবে-

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. ক.
‘তিনি চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোঝা বহনকারীকে এবং খর্বাকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ (সূরা আনআম: আয়াত ১৪২)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. খ.
‘হে মানবমণ্ডলী! পৃথিবীর সব হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্ রী খাও। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ (সূরা বাকারা: আয়াত ১৬৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. গ.
‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।’ (সূরা বাকারা : আয়াত ২০৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ঘ.
‘হে ঈমানদারগণ! শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যিনি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তিনি ফাযীলতের পথ দেখান। আল্লাহ তাআলা যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী।’ (সূরা আনআম: আয়াত ১১২)

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকতো, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।’ (সূরা নূর: আয়াত ২১)

যেসব কাজ মানুষের সঙ্গে শয়তানের প্রতারণার মাধ্যম

মানুষের সঙ্গে নানাভাবে প্রতারণা করে শয়তান। ফলে সে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। কোরআনুল কারিমের শয়তানের সেসব প্রতারণার কৌশলগুলো ওঠে এসেছে। তাহলো এমন-

ক. মিথ্যা আশ্বাস

يَعِدُّهُمْ وَيُؤْمِنِيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

‘সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ কিছুই নয়।’ (সূরা নিসা : আয়াত ১২০)

খ. মন্দ কাজকে আকর্ষণীয় করে তোলা

وَعَادًا وَثُمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسَاكِينِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

‘আমি আদ ও সামুদকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের বাড়ী-ঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল হুশিয়ার।’ (সুরা আনকাবুত : আয়াত ৩৮)

গ. ভয় সৃষ্টি করা

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ।’ (সুরা বাকারা : আয়াত ২৬৮)

ঘ. নেশা ও মোহ সৃষ্টি করা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।’ (সুরা মায়দা : আয়াত ৯০)

ঙ. লোভ দেখানো

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

‘যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছেঃ ক্রয়-বিক্রয় ও তো সুদ নেয়ারই মত! অথচ আল্লাহ তা‘আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোষখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।’ (সূরা বাকারাহ : আয়াত ২৭৫)

শয়তানের ধোঁকার ব্যাপারে কোরআনের দিক নির্দেশনা

শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায়গুলোও মহান আল্লাহ তা‘আলা কোরআনুল কারিমের একাধিক আয়াতে তুলে ধরেছেন। তাহলো-

ক. শয়তানকে সব সময় শত্রু জানা

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

‘শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।’ (সূরা ফাতির: আয়াত ৬)

খ. ঈমানের ওপর দৃঢ় থাকা : যে ব্যক্তি ঈমানের ওপর দৃঢ় থাকে এবং তাঁর ওপর আস্থা রাখে, আল্লাহ তাকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করবেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই তার কোনো

আধিপত্য নাই তাদের ওপর যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে।’

(সূরা ফাতির, আয়াত : ৯৯)

গ. আল্লাহর জিকির করা

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

‘শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, এরপর আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা

শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।’ (সূরা মুজাদলাহ: আয়াত ১৯)

ঘ. আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ - وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

উচ্চারণ (ওয়া কুল) ‘রাব্বি আউজুবিকা মিন হামাযাতিশ শায়াত্বিন ওয়া আউজুবিকা রাব্বি আইইয়াহদুরুন।’

‘বলুন, হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার কাছে তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।’ (সূরা মুমিনুন: আয়াত ৯৭-৯৮)

ঙ. আল্লাহর বিধান মেনে চলা

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

‘যারা আমার (আনুগত) বান্দা, তাদের উপর তোমার (শয়তানের) কোনো ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে।’ (সূরা হিজর : আয়াত ৪২)

বিশেষ করে ঈমানের ওপর সুদৃঢ় থাকার মাধ্যমেই শয়তান থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম উপায়। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই তার কোনো আধিপত্য নাই তাদের ওপর যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে।’

শয়তান যেভাবে মানুষের ৫টি আমল ধ্বংস করে দেয়

আমল যদি যথাযথভাবে করা হয় তবে তা আমলকারীর জন্য ফলপ্রসূ হয়। বান্দার প্রতিটি কাজ কীভাবে করতে হবে তা জানাতেই এসেছে কুরআন ও প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন নসিহত। অথচ মানুষের এসব আমলের মধ্যে ৫টি সর্বোত্তম কাজ শয়তান নিমিষেই ৩টি কাজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়।

আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুমিনের ৫টি আমল এবং শয়তানের ৩টি ধোকার বর্ণনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘দুনিয়া হলো একটি বাগান। এতে রয়েছে-

ক. **ইলম** : ওলামায়ে কেরামের ইলম বা জ্ঞান। যা পথহারা মানুষকে সঠিক পথ দেখায়।

খ. **সুবিচার** : দায়িত্বশীল ইমাম বা নেতার সুবিচার। যার মাধ্যমে মানুষ সঠিক বিচার বা সমাধান পায়।

গ. **ইবাদত-বন্দেগি** : আমলে নিয়োজিত ব্যক্তির ইবাদাত-বন্দেগি। যা মানুষকে আল্লাহর ভয় ও মহব্বত তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করে।

ঘ. আমানত : হালাল ও হারাম মেনে ব্যবসা পরিচালনা করা একজন ব্যবসায়ীর জন্য অনেক বড় আমানত। অর্থাৎ যিনি ব্যবসা পরিচালনায় আমানতদার।

ঙ. দ্বীনি নসিহত : উত্তম গুণের অধিকারী ব্যক্তিদের নসিহত বা উপদেশ। যা ইলম বা জ্ঞানবঞ্চিত মানুষকে আল্লাহর দিকে নিয়ে আসে।

শয়তানের ৩ ধোঁকা

শয়তান নিম্নেই ৩টি ধ্বংসাত্মক প্ররোচনার মাধ্যমে মানুষের উল্লেখিত পাঁচটি কাজকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। আর এ ক্ষতি করার জন্য শয়তান মানুষের সামনে যে ৩ পরিকল্পনা বা ধোঁকা তুলে ধরে তাহলো-

ক. লোকদের মাঝে রিয়া বা অহংকারে উদ্বুদ্ধ করে। এর মধ্যে প্রথম তিনটি কাজ ধ্বংস করে দেয়। তাহলো, ইলম, সুবিধার এবং ইবাদত। রিয়া বা লোক দেখানোর ধোঁকার কারণে মানুষের এ ৩টি আমল ধ্বংস হয়ে যায়।

খ. সৎ ব্যবসা বা ব্যবসায়ী আমানতদারিতা নষ্ট করার জন্য খেয়ানতকে ধোঁকা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। আর খেয়ানতের মাধ্যমে মানুষ শয়তানের ধোঁকায় নিজের বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতা ধ্বংস করে দেয়।

গ. ইলমে দ্বীনের নসিহত বা সুন্দর উপদেশগুলোকে নষ্ট করতে শয়তান কলংক নামক ধোঁকার মাধ্যমে তা ধ্বংস করে দেয়। ইসলামের দিকে নসিহতকারী ব্যক্তিকে এমন কলংকজনক কাজে জড়িয়ে ফেলে যে, ওই ব্যক্তি কোনো মানুষকে ইসলামের উপদেশ বা দাওয়াত দেয়ার অবস্থায় থাকে না। এটি শয়তানের মারাত্মক ষড়যন্ত্র মূলক কাজ।

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, সব সময় শয়তানের প্ররোচনা ও ধোঁকা থেকে হেফাজত থাকা। অহংকার, লোক দেখানো ইবাদতের মানসিকতা, হিংসা, খেয়ানত ও কলংকজনক কাজ থেকে সতর্ক থাকা। আল্লাহর কাছে শয়তানের আক্রমণ থেকে হেফাজত থাকতে বেশি বেশি দোয়া করা।

শিরকের অন্যতম কারণ শয়তানের প্রতারণা

মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِبْرَائِيمَ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ

“যেদিন তিনি এদেরকে সকলকে একত্রিত করবেন এবং ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, ‘এরা কি তোমাদেরকেই ইবাদত করত?’ ফিরিশতারা বলবে, ‘তুমি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে, তাদের সাথে নয়। তারা তো ইবাদত করত জিন্নদের এবং এদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।’ (সূরা সাবা: ৪০-৪১ আয়াত)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا
إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ

“মুশরিকগণ যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছিল (কিয়ামদের দিন) যখন তারা তাদেরকে দেখবে তখন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই তো তারা যাদেরকে আমরা তোমার শরীক বানিয়েছিলাম, যাদেরকে আমরা তোমার পরিবর্তে ডাকতাম। তখন তাদের কথার প্রতি-উত্তরে তারা বলবে: তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।” (সূরা নাহল: ৮৬ আয়াত)

এ সকল আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জিন্ন শয়তানগণ এ সকল উপাস্যের বেশ ধরে এদের নিকট প্রকাশিত হতো, এদেরকে স্বপ্ন, কাশফ, অলৌকিক দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করত, বিভিন্ন অলৌকিক কার্য করিয়ে দিত। এভাবে এ সকল মুশরিক মনে করত যে, তারা ফিরিশতাদেরই ইবাদত করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের ইবাদত করত।

সাধারণভাবে শয়তান ধার্মিক মানুষদেরকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নেককার বুজুর্গদের বিষয়ে ভক্তির মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে শিরকের মধ্যে নিপতিত করার জন্য প্ররোচনা দেয় বলে হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়। নূহ (আ.)-এর জাতির কুফর সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

তারা বলল, ‘তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের ইলাহদেরকে (উপাস্যদেরকে), পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, সূওয়া’আ, য়াগূস, য়াউক ও নাস্র-কে।’ (সূরা নূহ: ২৩ আয়াত)

হাদীস শরীফে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, প্রথম মানব সমাজ ছিল তাওহীদবাদী মুমিন মুসলিম। আদম (আ.)-এর পরে কয়েক শতাব্দী

এভাবেই মানুষ তাওহীদ ও ঈমানের উপর ছিল। এরপর আওলিয়া কেরামের ক্ষেত্রে অতিভক্তির কারণে ক্রমান্বয়ে সমাজে শিরকের শুরু হয়। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে, তাফসীরে তাবারী ও অন্যান্য তাফসীরের গ্রন্থে এ বিষয়ক অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সকল বর্ণনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ: আদম সন্তানদের মধ্যে ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর - এই পাঁচ ব্যক্তি খুব নেককার বুজুর্গ মানুষ ছিলেন। তাঁদের অনেক অনুসারী, ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন, যারা তাঁদের বিলায়েতের বিষয়ে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের বিষয়ে অতিভক্তিকারী কোনো কোনো অনুসারী শয়তানের ওয়াওয়াসায় বলেন: আমরা এদের মাজলিস বা স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিতে এদের জন্য কিছু স্মৃতিচিহ্ন বা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে রাখি। আমরা যদি এঁদের ছবি বানিয়ে রেখে দিই তাহলে তা আমাদেরকে বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করতে উৎসাহিত করবে। এরপর যখন এরাও মারা গেল তখন ইবলিস পরবর্তী যুগের মানুষদেরকে ওয়াসওয়াসা দিতে লাগল, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তো এঁদের শুধু শুধু ছবি করে রাখেননি। তারা তো এদের ‘ভক্তি’ করত এবং এদের ডাকার ফলেই তো তারা বৃষ্টি পেত। তখন সে যুগের মানুষেরা এঁদের পূজা করা শুরু করল। (বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৮৭৩, তাবারী, তাফসীর ২৯/৯৮-৯৯)

নেক সূরতে শয়তানের ধোঁকা

প্রায় প্রত্যেকটি হারাম কাজেরই অনেকগুলো দরজা আছে। এর অন্যতম একটি দরজা হলো, হালাল দরজা। কাজটি আপাত দৃষ্টিতে সাওয়াবের মনে হবে। অপ্রতিরোধ্য যুক্তির অভাব হবে

না আপনার কাছে। হয়ত এর স্বপক্ষে দলীল প্রমাণও পেয়ে যাবেন। এভাবে আপনি সেই দরজাটি যখন খুলে দেবেন, ধীরে ধীরে হারামের জগতে প্রবেশ করতে শুরু করবেন।

শয়তান আমাদের মতো অস্থির প্রবণ নয়। সে অনেক ধৈর্যশীল, চাটুকার জীন। প্রতিটি কদম সে হিসেব করে ফেলে। তবে প্রত্যেক চক্রান্তেই একটি অপরিবর্তনীয় নীতি অনুসরণ করে সে। আর তা হলো ইস্তিদরাজ; সহজ বাংলায় যাকে বলে, ‘ধীরে ধীরে পাকড়াও করা’। বার্সিসার গল্প আমরা অনেকেই জানি।

ধ্বংসের আগে বার্সিসার পরিচয় কী ছিল? ইবাদত-গুজার এক বান্দা। যার নিজের একটি ইবাদত-খানা আছে। সেখানে দিবারাত্রি আল্লাহর আনুগত্য করে সে। ইবাদতের প্রতি তার ঝোঁক এতটাই প্রবল ছিল, গোটা এলাকায় এক নামে পরিচিত ছিল বার্সিসা। দ্বীনের খেদমতের নিয়তে সে এক পরনারীকে আশ্রয় দিয়েছিল। ভাইয়েরা জিহাদের উদ্দেশ্যে সফরে যাবে, তাই বোনের দেখভালের দায়িত্ব তাকে দিয়ে যায়। পরিশেষে তার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? সে যিনায় লিপ্ত হয়, প্রমাণ লুকাতে নারী-শিশু দু’জনকেই হত্যা করে, সবশেষে মৃত্যুর পরাকাষ্ঠায় যাবার আগ মুহূর্তে আল্লাহর সাথে কুফরি করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। এভাবে আল্লাহর খাঁটি বান্দা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

শয়তান সবার ক্ষেত্রে পর নারীকে ব্যক্তির দোরগোড়ায় হাজির করবে না। সে মানুষের দুর্বলতা ভেদে নানান উপায় অবলম্বন করে। এটা হতে পারে সুদী ঋণ, যে ঋণ না নিলে আপনার বিশাল স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। এটা হতে একটি হারাম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসায়িক চুক্তি, যা হাতছাড়া করলে আপনার বিশাল প্রোফিট মিস হয়ে যাবে। হতে পারে

মাহরাম ছাড়া একটি ট্রিপ, যেখানে না গেলে আপনার ক্লাসে লজ্জিত হতে হবে। হতে পারে কোনো এ্যাসাইনমেন্ট, ডিপার্টমেন্টের বড় ভাইয়ের সহায়তা না নিলে একাকী করা কঠিন হয়ে যাবে।

আবার এটা হতে পারে ফেসবুকের ইনবক্স কিংবা কमेंট বক্স, যেখানে পর নারীদের সহায়তার নামে দীর্ঘ আলোচনা করা। এভাবে ক্ষণিকের দেখা, দুই মিনিটের বাক্য বিনিময় নানান কিছু। আসলে শয়তান আমাদের গোপন মুহূর্তগুলো দেখে। সে জানে গোপনে আমরা কে কী করি। কোন বিষয়গুলোতে আমরা বেশি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি- সে দেখে। এভাবে ব্যক্তির দুর্বলতা বুঝে ওয়াসওয়াসার তীর ছুড়ে দেয়।

ব্যক্তি যদি আগে থেকেই সচেতন না থাকে, তাহলে সেই তীর তার পায়ে গিয়ে বিঁধে। বিঁধে যাওয়া তীর ছাড়িয়ে সে যদি উঠে না দাঁড়ায়, তাহলে পরবর্তী তীরটি লাগে হাতে। এভাবে হাত পা দুটোই যখন পঙ্গু হয়ে যায়, তখন ব্যক্তি আর হারাম থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।

মনে করে, ‘ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না।’ পরিশেষে এক ঝাঁক তীরের বর্ষণে ব্যক্তি সেখানেই কুপোকাত হয়ে যায়। তাই দরজাটি খোলার আগেই বন্ধ করে দিতে হবে। যেখানে হারামের গন্ধ পাবো, তা আপাত দৃষ্টিতে যতই সাওয়াবের কাজ মনে হোক, শয়তানের কথায় কান দেওয়া যাবে না। সাওয়াব কামানোর রাস্তা অগণিত, সেগুলোর অনুসরণ করতে হবে। নিজের দুর্বলতাগুলোর ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। কারণ, শয়তান সেগুলোকেই কাজে লাগিয়ে আমাদের দিকে তীর ছুড়ে দেবে।

ইবলিস শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকা: বনী ইসরাইলের

সময়কার একটি ঘটনা

বনী ইসরাইলের সময় এক ছোট গ্রামে বারসিসা নামে অত্যন্ত ধার্মিক এক ব্যক্তি ছিল। তাকে সন্ন্যাসী বলা যেতে পারে। সে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করত এবং বিশ্বাস করত যে, মুসা (আঃ) আল্লাহর একজন রাসুল।

সেই গ্রামে তিন ভাই ও এক বোন থাকতো। সেই ভাইদের জিহাদের জন্য ডাকা হল। কিন্তু তারা বোনকে একা রেখে যেতে চাইল না। কার কাছে রাখবে, চিন্তা করতে লাগলো। গ্রামবাসি বারসিসার কথা বলল। কারণ গ্রামের সবাই বারসিসাকে উত্তম চরিত্রবান হিসাবে জানতো। তো তারা বারসিসার কাছে গেল, যখন তার কাছে তাদের বোনকে রাখতে চাইলে সে রাজি হল না এবং বলল- 'আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে পানাহ চাই।'

কারণ সে ভয় করছিল যে, সে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। তখন শয়তান বারসিসার মনে কুমন্ত্রণা (ওয়াসওয়াসা) দিতে আসল। চালাক শয়তান জানতো যে, বারসিসার মন খুবই নরম। সে কানে কানে বারসিসাকে বলল – “তারা যদি ভাল কাউকে তাদের বোনের জন্য খুঁজে না পায় এবং খারাপ কারো কাছে মেয়েটিকে রেখে যায়, তখন কি হবে...! এই পরিণতি কি তোমার ভুলের জন্য নয়?”

বারসিসা বুঝতে পারে নি যে, এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা। মানুষের প্রতি দরদের কারণে মেয়েটিকে সে সাহায্য করতে রাজি হল। সে মেয়েটিকে গীর্জার বিপরীতে একটি ঘরে থাকতে

দিল এবং প্রতিদিন গীর্জার সামনে মেয়েটির জন্য খাবার রেখে আসত, মেয়েটি নিজে এসে খাবার নিয়ে যেত। বারসিসার সাথে তার দেখা হত না।

শয়তান বারসিসার কাছে আবার আসল এবং বলল, “তুমি কেন মেয়েটির খাবার... তার ঘরের সামনে রেখে আসো না? এর ফলে মেয়েটাকে ঘর থেকে কেউ এতটা পথ একা একা হেঁটে বের হতে বা ফিরে যেতে দেখবে না...!”

বারসিসা রাজি হল এবং মেয়েটির ঘরের সামনে খাবার রেখে আসতে শুরু করল। শয়তান এতেও খুশি হল না, সে আবার আসলো এবং কানে কানে বলল – “কেন তুমি তার ঘরে ভিতরে খাবার দিয়ে আসো না? ফলে মানুষ তাকে ঘর থেকে একা একা বের হতে আর ঢুকতে দেখত না!” এবার বারসিসা তার ঘরের মধ্যে খাবার দিয়ে আসতে শুরু করল। শয়তান আবার আসলো এবং বলল “মেয়েটার সাথে তোমার কথা বলা উচিত, এভাবে একা থাকলে তো... সে পাগল হয়ে যাবে, যেহেতু মেয়েটি একা থাকে তাই তার কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা... তোমার খোঁজ খবর নেয়া উচিত ”।

বারসিসা মেয়েটির কথা চিন্তা করে তার সাথে রুমের আড়ালে কথা বলতে শুরু করল। শয়তানের কুমন্ত্রণায় এক সময় তারা একই রুমে কথা বলতে লাগল। এভাবে শয়তান তার কাজের কঠিন অংশ বাস্তবায়ন করল। এই পর্যায়ে বারসিসা এবং মেয়েটা একে অপরের প্রতি দুর্বল হল এবং এক সময় ব্যভিচারে লিপ্ত হল। মেয়েটি গর্ভবতী হল, একটি বাচ্চা জন্ম দিল।

বাচ্চা জন্মের সময় শয়তান বারসিসার কাছে আবার আসল এবং বলল, “এটা তুমি কি করলে? তোমার পাপের প্রমাণ সরিয়ে ফেল, না হলে মেয়েটির ভাইয়েরা ফিরে আসলে তোমাকে খুন করবে...!” বারসিসা বাচ্চাটিকে খুন করল এবং ঐ ঘরের মেঝেতে পুতে ফেলল। শয়তান এবার বলল, “তুমি এক নারীর সন্তান হত্যা করেছ এবং আশা করছ যে, সে এটা কাউকে বলবে না?”

তখন বারসিসা মেয়েটিকেও খুন করল এবং তাকেও ঐ ঘরের মেঝেতে পুতে রাখল। মেয়েটির ভাইয়েরা ফিরে আসলে, তাদেরকে একটা মিথ্যা কবর দেখিয়ে বলল “তোমাদের বোন অসুখে মারা গিয়েছে এবং ঐ কবরে দাফন করা হয়েছে”। তারা বারসিসার কথা বিশ্বাস করল। সেই রাতে শয়তান তিন ভাইকে একই স্বপ্ন দেখাল যে “বারসিসা তোমাদের বোনকে হত্যা করেছে, প্রমাণ হিসাবে তোমাদের বোন যে ঘরে থাকত তার মেঝে খুঁড়ে দেখতে পারো”। ঘুম ভাঙলে তারা একে অপরকে স্বপ্নের কথা বলল এবং বুঝতে পারল... তারা তিনজন একই স্বপ্ন দেখেছে।

যাচাই করার জন্য তারা বারসিসার এলাকায় যেয়ে প্রথমে বারসিসার দেখানো কবর খুঁড়ল, দেখল কিছুই নেই, এরপর যে ঘরে তাদের বোন থাকত তারা ঐ ঘরের মেঝে খুঁড়ে তাদের বোনের এবং বাচ্চার লাশ পেল। তারা বারসিসাকে ধরল এবং বলতে বাধ্য করলো আসলে কি হয়েছিল।

তারপর তারা তাকে রাজার কাছে নিয়ে গেলে রাজা তাকে শিরচ্ছেদ করতে আদেশ দিল। যখন বারসিসাকে শিরচ্ছেদ করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন শয়তান আবার কাছে আসল।

এবার ওয়াসওয়াসা না, মানুষের রূপ নিয়ে সে আসল। এসে বলল, “শুনো বারসিসা, আমি হলাম শয়তান, তোমার এই অবস্থা তোমার নিজের চিন্তায় হয় নি, আমিই করেছি আর একমাত্র আমিই তোমাকে বাঁচাতে পারি যদি... তুমি আমার কথা মেনে চল।” বারসিসা বলল, “আমাকে কি করতে হবে?”

শয়তান বলল “আমাকে সেজদা করো, আমি তোমাকে রক্ষা করবো” তো বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে বারসিসা শয়তানকে সিজদা করল এবং কাফের হয়ে গেল। সিজদা করার সাথে সাথে শয়তান তাকে বলল, ‘আমি এখন তোমার থেকে মুক্ত। আমি আল্লাহকে ভয় করি যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক’। এই বলে শয়তান সেখান থেকে পালালো, এবং বারসিসার শিরচ্ছেদ করা হল। কেয়ামতের দিন বারসিসাকে যখন জীবিত করা হবে, তখন সে শয়তানকে সিজদা করতে করতে উঠে দাঁড়াবে!

দেখুন শয়তান কিভাবে বারসিসাকে ফাঁদে ফেলেছিল। সে এসেছিল বন্ধুর বেশে, ভালো ভালো কথা বলতে আর আপাতদৃষ্টিতে ভালো কাজে উৎসাহ দিতে, কিন্তু আসলে সে ছিলো সবচেয়ে বড় শত্রু...!

আল্লাহ বলেন- “তাদের দৃষ্টান্ত শয়তান যে মানুষকে বলে কুফরি করো। অতঃপর যখন সে কুফরি করে , তখন শয়তান বলে, আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।” (সূরা হাশর ৫৯: ১৬)

বনী ইসরাইলের সময়কার ঘটনা থেকে শিক্ষা

ক. শয়তান কখনোই আমাকে সরাসরি এসে শিরক করতে বলবে না। সে সব সময়ই ভালো ভালো কারণ দেখিয়ে ধোঁকায় ফেলবে এবং শয়তান আমাদের যে কারো চাইতেই বেশী ধৈর্য্যশীল, তাই সে বার বার ফিরে আসবে। কাজেই আমরা সব সময়ই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবো শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

খ. কখনোই ভাববো না যে আমার অনেক জ্ঞান আছে, বিচার-বুদ্ধি আছে, শয়তান কিছুতেই আমাকে ধোঁকায় ফেলতে পারবে না। বরং প্রকৃত জ্ঞানীরা শয়তানের ফাঁদে পড়ার ভয় সবচাইতে বেশী করে। এই কারণেই আপনি দেখবেন আলেমদের তাকওয়া (আল্লাহভীতি) সবচাইতে বেশী।

গ. কাহিনীটা নিয়ে চিন্তা করি। শয়তান যদি প্রথমেই এসে বারসিসাকে বলত – ‘আমাকে সিজদা কর’ – বারসিসা কখনোই তা করতো না। কিন্তু শয়তান তার পরিকল্পনা মাফিক ধীরে ধীরে একটার পর একটা ছোট ছোট ধাপে বারসিসাকে দিয়ে ভুল করিয়ে অবশেষে তাকে এমন ভাবে ধ্বংস করে দেয় যে, জীবন রক্ষার তাগিদে সে অবশেষে শিরক করে ফেলে, যে পাপ আল্লাহ কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

ঘ. শেষ কথা, আল্লাহ যা করতে আমাদের নিষেধ করেছেন, তা থেকে আমরা বিরত থাকবো। নিজে থেকে যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করব না যে – এটা করলে কি হয়...? এ আর এমন কি...?

আল্লাহ নিষেধ করলে কি হবে দেখতে তো মনে হয় এটা একটা ভালো কাজ...! এটা তো ছোট একটা পাপ...! না, আল্লাহর যে কোন অবাধ্যতাই পাপের পথে নিয়ে যায়, আপাত:দৃষ্টিতে পাপটা যত ছোটই হোক না কেন, ছোট পাপই বড় পাপের দিকে টানে, বড় পাপ টানে কুফরীর দিকে।

পর্দার নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা

হেজাব নেকাব করে স্বামীর সাথে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে ফুটবল খেলছে, দৌড় প্রতিযোগিতা করছে, নৌকা ভ্রমণ করছে আর সেগুলো ভিডিও করে অচিন জঙ্গলে (ফেইসবুক, ইউ টিউব) ছেড়ে দিচ্ছে আর এর দর্শক মহল বাহ বাহ কি সুন্দর জুটি মা শা আল্লাহ বলে বলে বাহবা দিচ্ছে, আবার কিছু যুবক যুবতী এদেরকে মডেল মনে করে এদের মত কাপল হতে চাইছে এবং এদের মতই করবে বলে স্বপ্নের গ্রহণ গুনছে- ছিঃ, লজ্জা হওয়া উচিত, কোন দাইয়ুস ছাড়া এই কাজ কারো করা সম্ভব না, কি করে নিজের স্ত্রীর দৌড়ের দৃশ্য ভিডিও করে মানুষকে দেখাচ্ছে? রাসুল (সা.) যে তার স্ত্রী আয়শা (রা.)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন সেটা কি মানুষকে দেখিয়ে করেছিলেন? সুবহানাল্লাহ মানুষ দলিল নেয় ঠিকই কিন্তু দলিল বুঝে না, হাদিসটা দেখুন-

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, “একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক অভিযানে বের হলাম, তখন আমি অল্প বয়সী ছিলাম, শরীর তেমন মোটা ছিল

না। তিনি তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা আগে চল, ফলে তারা এগিয়ে গেল। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, এসো আমরা দৌঁড় প্রতিযোগিতা দেই, প্রতিযোগিতায় আমি এগিয়ে গেলাম। এরপরে আমার শরীরে মেদ বেড়ে গেল, একটু মোটা হলাম। একদা এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা আগে চল, ফলে তারা এগিয়ে গেল। অতঃপর আমাকে বললেন, এসো আমরা দৌঁড় প্রতিযোগিতা দেই, প্রতিযোগিতায় তিনি এবার এগিয়ে গেলেন। তিনি হেসে হেসে বললেন, এটা তোমার পূর্বের প্রতিযোগিতার উত্তর (অর্থাৎ তুমি আগে প্রথম হয়েছিলে, এবার আমি প্রথম হলাম, তাই মন খারাপ করোনা)। (নাসায়ী, হাদীস নং ৮৮৯৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৪১১৯)

রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রীদের চেয়ে ভালো পর্দা করবে এমন কেও কি দুনিয়া আর আসবে? সেই তার ক্ষেত্রেই কি সাহাবীদের সামনে দৌঁড় প্রতিযোগিতা করেছেন নাকি তাদের সামনে চলে যেতে বলেছেন তারপর করেছেন আর আপনি সেই হাদিসটার দলিল নিয়ে নিজের বউকে খোলা বাজারে ছেড়ে দিয়েছেন, আপনাদের জন্য আমরা মুসলিম যুবকরা লজ্জিত, আপনাদের এমন ভিডিও হাজার হাজার যুবক যুবতির দমন করা যৌনতাকে উস্কে দিচ্ছে, তারাও কল্পনার রাজ্যে বিচরন করছে আর এই সুযোগগুলো শয়তান লুফে নিচ্ছে।

শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার আমল

সব সময় শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে আল্লাহর কাছে সাহায্য ও রহমত কামনা করা। বিশেষ করে বেশি বেশি তাওবা ও ইসতেগফার পড়া। যাতে আল্লাহর নৈকট লাভ হয়।

ক. সব সময় ইসতেগফার পড়া

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الْغَفُورُ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লাহাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু
ইলাইহি; রাব্বিগফিরলি ওয়া তুব আলাইয়া, ইল্লাকা আংতা তাওয়্যাবুল গাফুর।

খ. সকালে এবং সন্ধ্যায় সাইয়েদুল ইসতেগফার পড়া

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا

صَنَعْتَ اَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আংতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আংতা খালাক্তানি ওয়া আনা আবদুকা
ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু আউজুবিকা মিং শাররি মা সানাতু
আবুউলাকা বি-নিমাতিকা আলাইয়া ওয়া আবুউ বিজান্নি ফাগফিরলি ফা-ইল্লাহ্ লা ইয়াগফিরুজ
জুনুবা ইল্লা আংতা।

গ. এ আয়াত দুটি বেশি বেশি পড়া

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ - وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

উচ্চারণ : রাব্বি আউ-জুবিকা মিন্ হামাযা-তিশ শায়া-ত্বী-ন। ওয়া আউ-জুবিকা রাব্বি আই
ইয়াহদুরু-ন।

অর্থ : ‘হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হে আমার প্রভু! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’ (সুরা

মুমিনুন : আয়াত ৯৭-৯৮)

